দর্শনা আন্তজার্তিক রেল বন্দরে ৩ রাউন্ড গুলি বর্ষন, ৭ বস্তা গম উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা আন্তজার্তিক রেল ইয়ার্ডে ভারত থেকে আমদানী করা গম ভর্তি রেলের ওয়াগেন ভেঙ্গে ২০/২৫ জন স্থানীয় সঙ্গবদ্ধ চোরেরা গম লুট করার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় প্রতিরোধে রেলওয়ে নিরাপত্তা কর্মীরা ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি বর্ষণ করেছে ।

গতকাল মঙ্গলবার মধ্যরাতে দর্শনা রেল বন্দরের ইয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। পরে চোরচক্রের সদস্যরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে না পারলে ঘটনাস্থল থেকে ৭ বস্তা গম উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা কর্মীরা।

দর্শনা রেল বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভারত থেকে আমদানী করা গম রেলপথ দিয়ে দর্শনা ইয়ার্ডে এসে পৌঁছায়। এসময় ওই ইয়ার্ডে বিপুল পরিমাণ গম মজুদ ছিল। মঙ্গলবার রাতে ২০-২৫ জনের একটি চোরচক্র দেশীয় রাম দা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে রেলের ওয়াগন ভেঙ্গে গম লুট করতে হানা দেয়। এসময় রেলওয়ে নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের প্রতিরোধ করতে গেলে তাদের ওপর চড়াও হয় চোরচক্র সদস্যরা। পরে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করতে ৩ রাউন্ড গুলি বর্ষণ করে নিরাপত্তাকর্মীরা। এসময় ৭ বস্তা গম ফেলেই পালিয়ে যায় চোররা। খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দর্শনা সার্কেলের ইনচার্জ ইন্সপেক্টর হাসান শিহাবুল ইসলাম জানান, আমাদের নিরাপত্তা বাহীনী প্রতিদিনের ন্যায় ডিউটি করছিল তারা হঠাৎ করে ওয়াগন ভাঙার শব্দ হয়। তারপর আমার বাহীনী চোরচক্রের ওপর চড়াও হলে তারা পাল্টা আক্রমন করে। পরে আমরা পি টি এল বাহীনী নিয়ে আমরা তাদের প্রতিরোধ করি। আমরা উপয়ান্ত না পেয়ে জান মাল রক্ষার্থে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালানো হয়। পরে চোরচক্র ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি। বিষয়টি সাথে সাথে দর্শনা থানা পুলিশকে খবর দিলে তার ত্ৎক্ষনিক পদক্ষেপ নেয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুল কবীর জানান, খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে

নেয়া হয়। চোর চক্রের সদস্যদের গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হচ্ছে। এ ঘটনায় পোড়াদহ থানায় মামলা দায়ের করবে জানান ইন্সপেকটর শিহাবুল ইসলাম।

মেহেরপুর সরকারি কলেজে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব শুরু

মেহেরপুর সরকারি কলেজে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বাছাইপর্ব শুরু হয়েছে।

আজ সকাল সাড়ে ১০ টায় কলেজের একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হলে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাছাইপর্বের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক কাবিল উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক বশির আহাম্মেদ প্রমুখ।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৫ জানুয়ারি।

বাচেনা খাতুনের পেটে কাঁচি রাখার ঘটনা তদন্তে আদালতের নির্দেশ

মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকে বাচেনা খাতুনের পিত্তথলির পাথর অপারেশনের দীর্ঘ ১৯ বছর পর পেটে কাঁচি থাকার ঘটনায় রাজা ক্লিনিকের মালিক পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অপারেশন সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে সার্বিক তদন্ত করার নির্দেশনা দিয়েছে আদালত।

গত বৃহস্পতিবার মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট তরিকুল ইসলাম স্বপ্রনোদিত হয়ে মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়েছে।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) অপু সারোয়ার বলেন,আদালত কর্তৃক ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশনা পাওয়ার পর বিষয়টি তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্ত শেষে দ্রত সময়ের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান,মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে তিন কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হলেও ১৫ দিনেও তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনী।

তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন,স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে কমিটির সদস্যরা কিছুটা সময় চেয়েছে। দ্রত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন

দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া আদালত থেকে ঘটনা তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য একটি অনুলিপি দেয়া হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।

উল্লেখ্য: মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের মালিক পারভিয়াস হোসেন রাজা,ডা: মিজানুর রহমান ও ডা: তাপস দীর্ঘ ১৯ বছর আগে পিত্তথলির অপারেশন করেন চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের আব্দুল হামিদ এর স্ত্রী বাচেনা খাতুনের। অপারেশন করার পর সুস্থ্য হওয়া তো দুরের কথা দিন দিন বাচেঁনা খাতুনের পেটের যন্ত্রনা বাড়তেই থাকে পেটের ব্যথার অসহ্য যন্ত্রনায় বছরের পর বছর বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে ছুটেছেন তিনি। চিকিৎসা করাতে গিয়ে শেষ সম্বল ১০ কাঠা জমি বিক্রি সহ খুইয়েছেন অর্থ সম্পদ সব কিছু তবুও ভালো হয়নি। যন্ত্রনা শেষ পর্যন্ত সইতে না পেরে গত ২রা জানুয়ারী রাজশাহী মেডিকেল কলেজের নিউরোমেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ রেজা নাসিমের কাছে চিকিৎসা নিতে গেলে তার পরামর্শে এক্স-রে করানো হয়। এক্স-রে রিপোর্টে পেটের মধ্যে ৪/৫ ইঞ্চি’র একটি কাঁচির সন্ধান মেলে। এরপর গত ১০ জানুয়ারী চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ওয়ালিউর রহমান নয়ন অপারেশনের মাধ্যমে বাচেনা খাতুনের পেট থেকে কাঁচি বের করে। বর্তমানে বাঁচেনা খাতুন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

ইতোপূর্বে রাজা ক্লিনিকে ভুল চিকিৎসা রোগীর মৃত্যু’র ঘটনা সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান পরিচালনা করে জরিমানা করলেও অনিয়ম বন্ধ হয়নি।

গাংনী বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলা

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৬তম জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির আলোচনা সভাতে ছাত্রলীগের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

সাধারন সম্পাদক লাইলা আরজুমান বানু, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আব্দুল আউয়াল প্রমুখ।

এদিকে বিএনপি নেতাকর্মীরা কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর বিক্ষোভ শেষ করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গাংনী বাস স্ট্যান্ডে সাংবাদিকদের বিফ্রিংকালে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুল বলেন, জিয়াউর রহমান খুনী। এদেশে একজন খুনির জন্মদিন পালন করতে দেওয়া হবে না। বিএনপি নেতার্কীরা তাদের ঘরে বসে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করতে ছাত্রলীগ সব সময় মাঠে রয়েছে।

বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত জানিয়ে গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে বিএনপি ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা বের হয়ে গেছেন। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকার জন্য বলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার ৪টি ভাটায় জ্বলছে কাঠ (ফলোআপ)

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আলমডাঙ্গার ৪ টি ভাটায় দীর্ঘদিন পোড়ানো হচ্ছে বনজ গাছ। এসব ইট ভাটায় খড়ি পোড়ানোর পাশাপাশি ইটের পরিমাপ নিয়েও রেয়েছে বিতর্ক। সরকারি নির্দেশে অনুযায়ী ইট কয়লায় পোড়ানোর নির্দেশ থাকলেও বিভিন্ন দফতরকে ম্যানেজ করে চলছে গাছ পোড়ানোর মহা-উৎসব।

স্থানীয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় ইট ভাটায় গাছ পোড়ানোর ঘটনা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলেও উপজেলা প্রশাসনসহ নিরব ভূমিকা পালন করছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। গাছ পোড়ানোর ঘটনায় জেলার একাধিক পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এ নিয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলার সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশাসন কেন্দ্রিক তিব্র সমালোচনা সৃষ্টি হয়েছে।

হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। ইট পোড়াচ্ছে খড়ি দিয়ে দাম নিচ্ছে কয়লায় পোড়ানোর। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ জানান ভুক্তভোগীরা।

গাংনীতে অজ্ঞাত কারণে শিশুর মুত্যু

পিতা মাতা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেনা কিভাবে তার সন্তান মারা গেলো।কোনোভাবে বাঁচানো গেলোনা শিশুটিকে। অবশেষে মায়ের কোলেই মারা গেলো সে।

মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারী) দুপুরের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আলিফ গাংনী উপজেলার খাঁসমহল গ্রামের দরিদ্র কৃষক বানারুল ইসলামের ছেলে।

বানারুল ইসলাম জানান, মা দিতি খাতুন দুপুরের দিকে আলিফকে বুকের দুধ পান করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে ঘরের মধ্যে চৌকির উপর সুঁয়ে রেখে উঠোনে তার স্বামী বানারুল ইসলামের সাথে গরুর জন্য ঘাস কাটছিলেন (চুরাচ্ছিল)। দুপুরের দিকে গোসুল করার জন্য ঘরের মধ্যে ছেলের কাছে গিয়ে দেখেন শিশুটি খাবি খাচ্ছে।তাকে সাথে সাথে নিয়ে গ্রাম্য চিকিৎসক আমজাদ হোসেনের কাছে নিয়ে যান। তিনি বিষয়টি বুঝতে না পেরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়ার পরামর্শ দেন। সাথে সাথে তারা শিশুটিকে নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।

শিশুটির বাবা বানারুল ইসলাম বলেন, আমরা কিছুতেই বুঝতে পারছিনা আমাদের সন্তানের কি হয়েছি। ভাল ছেলে ঘুম পাড়িয়েছিলো তার মা। ঘুমন্ত ছেলের কি এমন ঘটলো।

কয়েকজন স্থানীয় লোক বলেছেন, শিশুটিকে সম্ভবত মুখ চাপায় ধরে মেরে ফেলেছে। তারা বলেছেন, শিশুটিকে যে ঘরে ঘুম পাড়িয়েছিলেন তার মা সে ঘরটিতে কেউ থাকেনা। অনেকটাই পরিত্যাক্ত ছিল ঘরটি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যাকমো চিকিৎসক সোহাগ

জানান, শিশুটি হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছে। তবে কি কারণে মারা গেছে সেটা বোঝা যাচ্ছেনা।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ দম্পত্তি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দুইজন ছিলেন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ি। স্বামী গাঁজা সংগ্রহ করতেন আর স্ত্রী ফেরি করে বিক্রি করতেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার নুর নগর কলোনি পাড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- সদর উপজেলার নুরনগর গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের ছেলে শহীদুল ইসলাম (৬৫) ও স্ত্রী ফিরোজা বেগম (৫৭)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মহসীন বলেন, শহীদুল একজন চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তিনি মূলত গাঁজা ব্যবসা করেন। আর এই কাজে তাকে সহযোগিতা করেন তার স্ত্রী। শহীদুল গাঁজা সংগ্রহ করে আনেন আর তা বিক্রি করেন স্ত্রী।

ওসি আরও বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নুরনগর কলোনি থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদের কাছে থাকা ৭০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। গ্রেফতার শহীদুলের বিরুদ্ধে চারটি ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি মামলা রয়েছে।

গাংনীতে বৃদ্ধ দম্পত্তির ঠাঁয় মিলেছে হাসপাতালে

চার ছেলের নামে সব জমি লিখে দিয়ে বৃদ্ধা প্রবীণ দম্পত্তির ঠাঁয় মিলেছে এখন হাসপাতালের বেডে। বৃদ্ধার মুখের সামনে থেকে ভাতের প্লেট কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়েছে কুকুরের সামনে। ঝাঁপসা চোখে বৃদ্ধ দম্পতির এখন শুধু হতাশা আর হতাশা।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের কড়ুইগাছিপাড়া এলাকায়।

অসহায় বৃদ্ধ আমের আলী (৮০) ও তার স্ত্রী জরিনা খাতুন (৭০) বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আমের আলী বলেন, আমার প্রায় পাঁচ বিঘা জমি আমার চার ছেলে হেকমত আলী, আব্দুল মতিন, খেজমত আলী ও আচমত আলীকে প্রায় এক বছর আগে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি। জমি নেওয়ার সময় ছেলেদের সাথে শর্ত ছিল আমাদের ভরণ পোষণের জন্য তারা প্রতি মাসে চার হাজার করে টাকা দেবে। প্রথম মাসে টাকা দিলেও আর তারা আমাদের সে টাকা দেইনি। আমার বাকী ১৩ কাঠা জমি আমার স্ত্রী জরিনার নামে দিয়েছি। সেই জমিটুকুও তারা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চাই। আমি তাদের জমিটুকু লিখে না দিতে চাইলে ছোট ছেলে আজমত আলী কিনে নিতে চাই। এক সময় তারা আমোদের মানুষিক চাপ দিতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি শেষ সম্বলটুকুও তার নামে দিতে চাই। পরে আর দিইনি। সে অপরাধে ভাত খাওয়া অবস্থায় আমার মুখের সামনে থেকে ভাতের প্লেট কেড়ে নিয়ে ফেলে দেই। পরে আমার লেপ কাথা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে আসতে চাইলে সেগুলো কেড়ে নিয়ে আমাকে গলা ধরে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেই।তাই মনের কষ্টে অসুস্থ অবস্থায় দুজন বৃদ্ধ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।

তিনি দু:খ করে বলেন, কত কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছি। কখনো তাদের কষ্ট দিইনি। অথচ, আজ কয়দিন বাড়ি থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছে। অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। একটিবারের জন্যও কেও খোঁজ খবর নেইনি আমাদের।

এদিকে বৃদ্ধা জরিনা জানান, আমার বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া জমি বিক্রির চার লক্ষ টাকাও চার ভাই মিলে নিয়ে নিয়েছে। সেটাও আর ফেরৎ দেইনি।

এ ব্যাপারে সাহারবাটি ৮ নং ওয়ার্ডের সাধারণ সদস্য (মেম্বর) আকালী জানান, এবিষয়টি নিয়ে আমি ও ওই পাড়ার লোকজন বেশ কয়েকবার শালিস বৈঠক করেছি। প্রতি মাসে এই বৃদ্ধ দম্পত্তিকে চার হাজার করে টাকা দেওয়ার কথা ছিল। এখানেই খান্ত হয়নি তারা। বৃদ্ধ পিতা মাতাকে প্রায় তারা মারধর করে। কয়েকদিন হলো এবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য আব্বাছ আলীও জানালেন একই কথা। তিনি বলেছেন, পিতা মাতার মাত্র ১৩ শতক জমি অবশিষ্ট রয়েছে। সেটাও নেওয়ার জন্য ওই ছেলেরা ফন্দি করছে।

এ ব্যাপারে আমের আলীর ছেলে আলগামন চালক খেজমত আলী জানান, বাবা মা আমাদের কথা মেনে চলেনা কেনো। আমরা তাদের খেতে দিতে চাই। কিন্তু তারা সে খাবার খাইনা। পিতা মাতার এখন জমির কি দরকার। পিতা মাতার জমি প্রসঙ্গ তিনি বলেছেন আমাকে যে জমি রেজিস্ট্রি করে দিয়েছে আমার কাছ থেকে ফেরৎ চাইলে সেটা ফেরৎ দিয়ে দেবো। শুধু আমি না আমার অন্যান্য ভাইয়েরাও ফেরৎ দিয়ে দেবে। দেখবো কি করে তারা সংসার চালাই।

হরিণাকুণ্ডুতে অবৈধভাবে মাটি কাটার অপরাধে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার জোড়াদাহ ইউনিয়নের জোড়াদহ/ভায়না বাজার সংলগ্ন পূর্ব পাশের মাঠের মাটি উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে জরিমানা করলেন হরিনাকুণ্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি। অবৈধ ভাবে মাটি উত্তোলন ও মাটি ব্যবসার বিরুদ্ধে দিনরাত অভিযান চালাচ্ছেন তিনি।

মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারী)গো পন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার জোড়াদাহ-ভায়না বাজারের পার্শের জমির থেকে মাটি উত্তোলন করে তেলটুপী মিঠু মিয়ার ইটের ভাটায় পরিবহন করে ও মাটি বিক্রয় করার অপরাধে মোবাইল কোর্টে পরিচালনা করা হয়।

অবৈধ ভাবে বিনা অনুমতিতে বাকচুয়া-লক্ষীপুর গ্রামের তাহাজ উদ্দীন এর পুত্র মো: জাফিরুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করলেন হরিণাকুণ্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম আহমেদ।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার(ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম আহমেদ জানান, জোড়াদাহ গ্রামের বিভিন্ন এলাকা থেকে অবৈধ মাটিকাটা বা মাটি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছি।অনুমতি ব্যাতিত মাটি খনন পূর্বক উত্তোলন করে বিক্রি করার অপরাধে ভায়না ইউনিয়নের বাকচুয়া লক্ষীপুর

গ্রামের তাহাজ উদ্দীনের পুত্র জাফিরুল ইসলাম মামলার বিপরীতে বালুমহাল ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা আইন’-২০১০ এর ১৫ ধারায় পঞ্চাশ হাজার(৫০,০০০/-)টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয় জনস্বার্থে জাতীয় অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।এছাড়াও তিনি অবৈধভাবে মাটি উত্তোলন বন্ধ করতে সবাইকে আহবান জানান ।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালীন সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এর সার্টিফিকেট সহকারী রাসেল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এসময় থানা পুলিশ অফিসার সহ সদস্যরা সহযোগিতা করেন।

গাংনীতে অবৈধ কারখানার সন্ধান, মালিকের জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী পৌর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে কারখানা চালু করে বিএসটিআই থেকে একটি পণ্যের অনুমোদন নিয়ে তৈরী করছেন ১৭টি পণ্য। এ অপরাধে ভোক্ত অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে কারখানা মালিক আসাদুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশানার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট